ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

06 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা অধ্যাদেশের লঙ্ঘন

সিন্ডিকেটের ৩ সদস্যকে নজিরবিহীনভাবে অপসারণ

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে নেওয়া সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের পরিপন্থী এবং লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ। গত বুধবারের সিন্ডিকেটের সভাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ অবৈধ এবং অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঐ সভা গ্রহণযোগ্য নয়।

এদিকে গত বুধবার সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠানের আগে সিন্ডিকেটের ৩ জন সদস্যকে অপসারণ করে সরকার দলীয় সমর্থকদের সেখানে স্থলাভিষিক্ত করার ঘটনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার গত বুধবার সিন্ডিকেটের ঐ ৩ সদস্যের ১ বছর মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টে তাদের স্থলে সরকার সমর্থক ৩ জনকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন।

গত বুধবারের সিন্ডিকেটের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে সদস্যদের বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয় বলে সভা সূত্রে জানা যায়। এদিকে অনেক দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গতকালের সিন্ডিকেট সভায় সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব ওমর ফারুক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সিন্ডিকেটের কোনো সিদ্ধান্ত ৬ মাসের আগে পরিবর্তন করা যায় না। সেই হিসেবে গত ২৯ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো খুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা স্থগিত করে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত স্থগিত

● প্রথম পাতার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া 'এ বিষয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর পার্ট-২, চ্যাপ্টার-৫, ক্লজ-১০ ধারা অনুযায়ী সিন্ডিকেটের গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, তবে পূর্বের গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা বা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হলে উপাচার্য আগেই সিন্ডিকেট সদস্যদের সে বিষয়ে জানাবেন। সভায় সকল সিন্ডিকেট সদস্য সম্মিলিতভাবে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে রাজি হলেই কেবল ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হতে পারে। অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, গত বুধবারের সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠানের ৬/৭ ঘণ্টা পূর্বে সিন্ডিকেট সদস্যদের সভা অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত করা হয় বলে সিন্ডিকেটের একাধিক সদস্য জানিয়েছেন। এ ছাড়া সভার এজেন্ডা বা আলোচনার বিষয় সম্পর্কেও তাদের না জানানোর অভিযোগ করেছেন একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য।

বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ অনুযায়ী এ ধরনের সিন্ডিকেট সভায় কোনো সদস্য নোট অফ ডিসেন্ট বা আপত্তি জানালে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পাস হতে পারে না। সেই অনুযায়ী গত বুধবারের সিন্ডিকেট সভায় ৪ জন সিন্ডিকেট সদস্য সভার আলোচ্য বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাদের আপত্তি জানান। গত বুধবারের সিন্ডিকেট সভায় যে ৪ জন সদস্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে লিখিতভাবে আপত্তি করেন তারা হলেন, অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক এ বি এম মাহমুদ এবং বিচারপতি কে এম সোবহান। গত বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় সিন্ডিকেটের ঐ সভা শুরু হয় এবং চলে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। সভায় ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগে রাষ্ট্রপতি এবং চ্যান্সেলর সিন্ডিকেটের তিন সদস্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান এবং ড. নজরুল ইসলামকে অপসারণ করে তাদের স্থানে বিএনপি সাংসদ খোন্দকার মাহবুব উদ্দীন, অধ্যাপক আফতাব আহমেদ এবং অধ্যাপক কামরুল হাসান চৌধুরীকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের প্রভাশালী একজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন আগে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ, অধ্যাপক মাহমুদুল আমিন এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের নাম রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পাঠান কিন্তু জামাতের চাপের কারণে তাদের সিন্ডিকেট সদস্য না করে উপরোক্ত ৩ জনকে সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

তবে ঢা.বির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ীই গত বুধবারের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।